বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষঃ অবস্থা ও ভবিষ্যত, সরকারি বরাদ্দ ও ন্যায্য বরাদ্দ

আবুল বারকাত

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com, hdrc@bangla.net

ন্যাশনাল গ্রাসরুটস্ ডিজএবলড অর্গানাইজেশন (এনজিডিও), ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ডিজএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ) এবং **একশন অন ডিজএবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি)**

কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত

জাতীয় গোলটেবিলে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ

সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা: ৫ মে ২০০৮

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা ও প্রক্ষেপণ

তথ্যটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে যে ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১.৫ কোটি মানুষই (অর্থাৎ জনসংখ্যার ১০%) প্রতিবন্ধী মানুষ। দেড় কোটি এ প্রতিবন্ধী মানুষ মোটামুটি পাঁচ ধরনের প্রতিবন্ধীতার শিকার: ৫২.৫ শতাংশ (৭৮.৮ লাখ) শারীরিক প্রতিবন্ধী, ১৫.১ শতাংশ (২২.৬ লাখ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, ১৪.৯ শতাংশ (২২.৩ লাখ) বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী, ১০.৯ শতাংশ (১৬.৩ লাখ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, এবং ৬.৭ শতাংশ (১০ লাখ) বহুমুখী প্রতিবন্ধী (সারণি ১ দেখুন)। অর্থাৎ দেশের ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধীর সর্ববৃহৎ অংশ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ (মোট প্রতিবন্ধীর ৫২.৫%)।

সারণি ১: বাংলাদেশে ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধীর প্রতিবন্ধীতার ধরণ কাঠামো

প্রতিবন্ধীতার ধরণ	মোট (লাখ)	মোট প্রতিবন্ধীর শতাংশ
শারীরিক প্রতিবন্ধী	৭৮.৮	৫২.৫২
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	২২.৬	১৫.০৭
বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী	২২.৩	১৪.৮৭
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী	১৬.৩	১০.৮৭
বহুমুখী প্রতিবন্ধী	১০.০	৬.৬৭
মোট	১৫০.০	১০০

প্রতিবন্ধীতার যে হার এখন আছে তা যদি বজায় থাকে– হ্রাস না পায়– সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ৫০-তম বর্ষপূর্তির সময় অর্থাৎ ২০২১ সালে আমার হিসেবে আজকের ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে আনুমানিক ৫.২ কোটিতে (সারণি ২ দেখুন)। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে আগামী ২২ বছরে মোট প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। নৈতিক, মানবিক ও সৌন্দর্যবোধ– কোনো দিক থেকেই এ অবস্থা কাম্য অবস্থা হতে পারে না। এ অবস্থা কাম্য অবস্থা হতে পারে না এ কারণেও যে ‘নিয়ন্ত্রণযোগ্য’ ও ‘নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য’ প্রতিবন্ধীতার প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অসীম সম্ভাবনার এ যুগে ‘নিয়ন্ত্রণযোগ্য’ বা ‘নিয়ন্ত্রণ-সম্ভব’ প্রতিবন্ধী-নিরোধ ব্যবস্থা অনেক বেশি কার্যকর। কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আগামী ১২ বছরে প্রতিবন্ধী মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা যে আজকের তুলনায় সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে তা প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি **সাংবিধানিক** বাধ্যবাধতার কারণেও কাম্য নয়। কারণ বাংলাদেশের সংবিধান **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির** ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবেই স্পষ্ট বলছে–

> **"সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার**, অর্থাৎ **বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত** কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত **কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আওত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য-লাভের অধিকার"** ।

রাষ্ট্র সংবিধানে বর্ণিত এ দায়িত্ব পালনে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। তবে যেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতার রেকর্ড সবচে' বেশি তার অন্যতম হলো প্রতিবন্ধী মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য না করার ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধী মানুষকে তার নাগরিক ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত না করার ক্ষেত্রে (বিষয়টি পরে বাজেট বিশ্লেষণে স্পষ্ট করা হবে)।

সারণি ২: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা (বর্তমান ও প্রেক্ষাপণকৃত): ২০০৮-২০২১

সাল	মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা: বর্তমান হার বজায় থাকলে (কোটি)	মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা: বর্তমান হার বছরে ৫০% কমলে (কোটি)
২০০৮	১.৫	১.৫
২০০৯	১.৬৫	১.৫৭৫
২০১০	১.৮১৫	১.৬৫৩
২০১১	১.৯৯৬	১.৭৩৬
২০১২	২.১৯৬	১.৮২৩
২০১৩	২.৪১৫	১.৯১৪
২০১৪	২.৬৫৭	২.০১
২০১৫	২.৯২৩	২.১১
২০১৬	৩.২১৫	২.২১৬
২০১৭	৩.৫৩৬	২.৩২৬
২০১৮	৩.৮৯	২.৪৪৩
২০১৯	৪.২৭৯	২.৫৬৫
২০২০	৪.৭০৭	২.৬৯৩
২০২১	৫.১৭৮	২.৮২৮

আমার প্রশ্ন– প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে মুক্তিযুদ্ধের ৫০ তম পূর্তির বছরে অর্থাৎ ২০২১ সাল নাগাদ ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষের এ দেশে নব-সংযোজিত প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা কতদূর হ্রাস সম্ভব? আমার হিসেবে প্রতিবন্ধীতা 'নিয়ন্ত্রণযোগ্য' অথবা 'নিয়ন্ত্রণ সম্ভব' (controllable factors) ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে বর্তমান বার্ষিক নব-সংযোজন হার ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব। 'নিয়ন্ত্রণ-সম্ভব' এ সবের মধ্যে যা আছে সে সবের অন্যতম হলো মাতৃত্বকালীন সেবা (অথাৎ প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর) প্রদান নিশ্চিত ও উন্নত করা, দুর্ঘটনা (সড়ক,নৌ, সহিংসতা-উদ্ভূত) হ্রাস করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, দুর্ঘটনা-উত্তর স্বাস্থ্য সেবা-চিকিৎসা বিলম্ব হ্রাস এবং উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা, বিভিন্ন ধরনের অনিচ্ছাকৃত ইনজুরী হ্রাসে পদক্ষেপ নেয়া, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী-সহায়ক অসুখ-বিসুখ দূর করার ব্যবস্থা নেয়া, দরিদ্র মা ও শিশুর দারিদ্র দূরীকরণে যথেষ্ট মাত্রায় কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া, আর জন্মসূত্রের প্রতিবন্ধী অবস্থার চিকিৎসা ব্যবস্থা

উন্নততর করা ইত্যাদি। আর এসব ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারলে আমার হিসেবে ২০২১ সালে মোট প্রতিবন্ধী মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা ৫ কোটি ২০ লাখ থেকে কমে ২ কোটি ৮০ লাখে দাঁড়াতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধীতা হ্রাসের 'নিয়ন্ত্রণ-সম্ভব' পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমরা আগামী ১২ বছরে প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ মানুষকে প্রতিবন্ধী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারি (ছক ১ দেখুন)। এমতাবস্থায় আমাদের জাতীয়ভাবেই সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ২০২১ সালে আমরা এদেশে মোট ৫ কোটি ২০ লাখ প্রতিবন্ধী মানুষ চাই না'কি ২ কোটি ৮০ লাখ প্রতিবন্ধী মানুষ চাই? আজই এ সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি। কারণ বিলম্ব অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হবে। সিদ্ধান্তটি ধণাত্মক হতেই হবে এ কারণে যে প্রতিবন্ধীতাকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা এক মহা ক্রিমিনাল অফেন্স; সিদ্ধান্তটি ধণাত্মক হতেই হবে এ কারণেও যে প্রতিবন্ধীতা থেকে রক্ষাকৃত ঐ ২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ তাদের জীবদ্দশায় দেশের অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্রে যথাযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবেন (যা প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়)।

ছক ১: ২০০৮-২০২১ এর মধ্যে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা কত কমানো সম্ভব (কোটি)

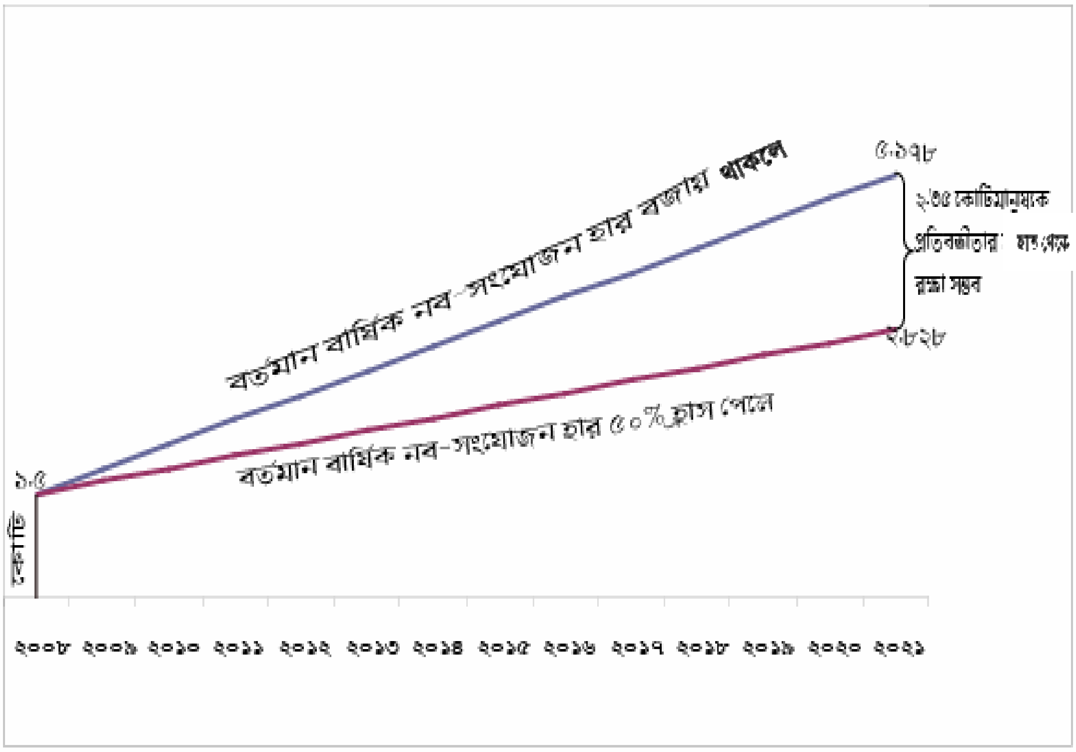

প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস

প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকরণ নিয়ে তর্ক হতে পারে। এ প্রসংগে নীতিগত প্রশ্নও উত্থাপিত হতেই পারে যে প্রতিবন্ধী তো প্রতিবন্ধীই– তার আবার আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসকরণ কেনো? এ প্রসংগে বিতর্কে না গিয়ে আমার ধারণাটা হলো এ রকম যে মানুষের জন্য যত রকমের বঞ্চনা-দুর্দশা প্রযোজ্য হতে পারে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য তার সবটাই পূর্ণ মাত্রায় প্রযোজ্য। তবে প্রতিবন্ধী মানুষের বঞ্চনা হতে

পারে প্রধানত ত্রিমাত্রিক– একবার প্রতিবন্ধী হিসেবে, একবার দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-প্রান্তিক ঘরের প্রতিবন্ধী মানুষ হিসেবে, আর একবার দরিদ্র ঘরের প্রতিবন্ধী নারী হিসেবে। আর এ কারণেই আমার ধারণা এ দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস– যা কেউ এ পর্যন্ত সম্ভবত করেন নি–তা দেখা প্রয়োজন।

আমার হিসেবে এদেশে দেড় কোটি প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে বিত্তের মানদণ্ডে একপ্রান্তে আছেন প্রায় ৯৯ লাখ প্রতিবন্ধী যারা দরিদ্র-বিত্তহীন পরিবারের মানুষ আর অন্যপ্রান্তে আছেন ৪ লাখ প্রতিবন্ধী যারা আছেন ধনী পরিবারে (সারণি ৩ দেখুন)। আর আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের ঐ দুই প্রান্তের মাঝখানে আছেন ৪৭ লাখ প্রতিবন্ধী মানুষ যারা আছেন মধ্যবিত্ত পরিবারে। আবার বিত্তের মাপকাঠিতে এই মধ্যবিত্ত ৪৭ লাখ প্রতিবন্ধীর ২৫ লাখ হবেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত, প্রায় ১৫ লাখ মধ্য-মধ্যবিত্ত এবং বাদবাকী ৪ লাখ হবেন উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবার-আগত। দেশে দ্রব্যমূল্যের যে রেকর্ড উর্ধ্বগতি এবং পাশাপাশি কর্মসংস্থানহীনতার যে উচ্চমাত্রা তা থেকে নিশ্চিত বলা যায় যে আমার হিসেবে নিম্ন-মধ্যবিত্তরা আসলে এখন দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্তের কাতারে যোগ দিয়েছেন। আর সেটা ঠিক হলে ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধীর ৯৯ লাখ নয়, ১ কোটি ২৫ লাখই হবেন দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য। আর দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত পরিবার-আগত এ ১ কোটি ২৫ লাখ প্রতিবন্ধী মানুষের ৮০ ভাগই থাকেন গ্রামে আর বাদবাকী ২০ ভাগ থাকেন শহরে (অবশ্য মোট প্রতিবন্ধী হিসেবে গ্রাম-শহর অনুপাতটি ৭৬%-২৪%)। অর্থাৎ একদিকে যেমন অধিকাংশ প্রতিবন্ধী (৭৬%) বাস করেন গ্রামে আবার অন্যদিকে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত প্রতিবন্ধীদের তুলনামূলক আরো বেশি অংশ (৮০%) বাস করেন গ্রামে। এ বিশ্লেষণ থেকে অগ্রাধিকার বিবেচনা-সংশ্লিষ্ট দু'টি স্পস্ট দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে পারে:-

১. প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে গ্রামের প্রতিবন্ধীদের উপর অধিকতর জোর দিতে হবে,

২. প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত পরিবারের উপর জোর দিতে হবে।

সারণি ৩: বাংলাদেশে ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস, ২০০৮ সাল

(লাখ প্রতিবন্ধী)

গ্রাম/শহর	দরিদ্র (বিত্তহীন)	মধ্যবিত্ত শ্রেণী				ধনী	সর্বমোট
		নিম্ন	মধ্য	উচ্চ	মোট		
গ্রাম	৮০.৯	১৮.২	৯.২	৩.৪	৩০.৮	২.৩	১১৪
শহর	১৮.০	৭.২	৫.৪	৩.৬	১৬.২	১.৮	৩৬
মোট	৯৮.৯	২৫.৪	১৪.৬	৭.০	৪৭.০	৪.১	১৫০

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত। এ হিসেবের দুর্বলতম দিক হলো দেশের মোট জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসই প্রতিবন্ধীর শ্রেণী বিন্যাসকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। আমার বিশ্বাস প্রকৃত অবস্থা এমন হতে পারে যে প্রতিবন্ধীদের আনুপাতিক হার অন্যদের তুলনায় দরিদ্র বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত পরিবারে বেশি।

প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সরকারি উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ: "সম্মান মাত্রার" নিকৃষ্ট উদাহরণ

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকলেও প্রতিবন্ধী মানুষকে সরকার মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে কি'না– এ নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সরকার প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আসলে কি ভাবেন অথবা প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সরকারের সম্মান/অসম্মান মাত্রা (extent of respect or disrespect) কত–তা নিরূপণ করা জরুরি। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সর্বশেষ (২০০৭-০৮) উন্নয়ন বাজেটে বিভিন্ন খাত-ওয়ারী প্রতিবন্ধী মানুষের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকৃত (সংশোধিত) বরাদ্দ হিসেবের চেষ্টা করা হয়েছে। সারণি ৪-এ প্রদেয় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট বিশ্লেষণে আমার হিসেব নিম্নরূপ:

১. মোট ১৮টি খাতের ১০৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৫টি প্রকল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধীদের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের লক্ষ্যে গৃহীত ৫টি প্রকল্পের ২টি সুনির্দিষ্ট (অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবন্ধী সহায়ক) আর ৩টি সুনির্দিষ্ট নয় (অর্থাৎ পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী সহায়ক)। অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন প্রকল্পসমূহের মাত্র ০.৪৮ শতাংশ প্রকল্প প্রতিবন্ধী-সহায়ক!

২. মোট ২২,৫০০ কোটি টাকা উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাত্র ১৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য। অর্থাৎ মোট উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাত্র ০.১ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বরাদ্দসহ)!

৩. দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী মানুষ– এ বিবেচনা থেকে সমানুপাতিক বরাদ্দ হলেও তো ২২,৫০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ হবার কথা ২,২৫০ কোটি টাকা অথচ বরাদ্দ হয়েছে ১৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা।

যুক্তির কারণে ধরে নিচ্ছি যে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য আমি যে হিসেব করেছি সেক্ষেত্রে অন্যান্য বিভিন্ন খাতে সংশ্লিষ্ট-সহায়ক বরাদ্দ আমার হিসেবে বাদ পড়েছে। ধরলাম আমার হিসেব প্রকৃত বরাদ্দের ৫০ শতাংশ। সেক্ষেত্রে বরাদ্দ দাঁড়াতে পারে ৩৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা। ধরলাম এটাই সত্য বরাদ্দ। কিন্তু জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বরাদ্দের পরিমাণ তো হবার কথা ২,২৫০ কোটি টাকা। তাহলে যা হবার কথা তার তুলনায় বরাদ্দ মাত্র ১.৫ শতাংশ। আর **এ থেকে যদি বলি যে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের নিরিখে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সরকারের "অসম্মান মাত্রা" (degree of disrespect) ৯৮.৫ শতাংশ (১০০-১.৫)– তাহলে কি অন্যায় বলা হবে?**

সারণি ৪: বাংলাদেশে ২০০৭-০৮ সনের উন্নয়ন বাজেটে (সংশোধিত) প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে খাতওয়ারী বরাদ্দ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)

খাত ভিত্তিক বরাদ্দ					প্রতিবন্ধিতা খাতে বরাদ্দ (লাখ টাকায়)					মোট বরাদ্দ (সুনির্দিষ্ট ও অ-সুনির্দিষ্ট)	মোট বাজেটের সুনির্দিষ্ট বরাদ্দকৃত অংশ	মোট বাজেটের বরাদ্দকৃত অংশ
নং	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	মোট টাকা (কোটি)	মোট বাজেটের %	প্রকল্প সংখ্যা	সুনির্দিষ্ট প্রকল্প	বরাদ্দ	সুনির্দিষ্ট নয় এরকম প্রকল্প	বরাদ্দ (পরোক্ষ)			
১	কৃষি	১৭৬	১৩৪৬.১৬	৫.৯৮	০		০		০			
২	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৫৬	৩১৭৪.৫২	১৪.১১	০		০		০			
৩	পানি সম্পদ	৬২	৮৮৮.৭৩	৩.৯৫	০		০		০			
৪	শিল্প	৩১	২৬৩.৫৮	১.১৭	০		০		০			
৫	বিদ্যুৎ	৫৫	২৯৮৯.০৩	১৩.২৮	০		০		০			
৬	তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২৮	৪৫৯.০২	২.০৮	০		০		০			
৭	পরিবহন	১৮৮	২৫৫১.১১	১১.৩৪	০		০		০			
৮	যোগাযোগ	২২	৪০২.৬৮	১.৭৯	০		০		০			
৯	ভৌত পরিকল্পনা, পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	১২১	১৪৭২.৯১	৬.৫৫	০		০		০			
১০	শিক্ষা ও ধর্ম	৯৩	৩০২৯.৫৭	১৩.৪৬								
১১	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২১	৯৭.২৫	০.৪৩	০		০		০			
১২	*স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ*	*২৮*	*২৪৪২*	*১০.৮৫*	০		০		০			
১৩	*গণসংযোগ*	*৮*	*৬০.১৩*	*০.২৭*	০		০		০			
১৪	সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৪৩	১৪০.৩	০.৬২	১	১. বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ইনষ্টিটিউট স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা ২. বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতি হাসপাতাল সম্প্রসারণ, কুমিল্লা	৮৪৪ (১৩৯+৭০৫) =৮.৪৪ (কোটি)	১. এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদেও জন্য ৬টি বিভাগে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২.প্রতিবন্ধী ও দুস্থ যুব কিশোরদের প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র, আরামবাগ এতিমখানা, ফরিদপুর ৩. চালু ২০টি সরকারী শিশু পরিবার আধুনিকীকরণ	৮৪০ (৭০০+১৪০) =৮.৪ (কোটি)			
১৫	জন প্রশাসন	৫০	৯১৫.৯১	৪.০৭			০		০			
১৬	বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৩০	১৪৭.৩৬	০.৬৫			০		০			
১৭	শ্রম ও কর্মসংস্থান	৯	১০৪.৮৭	০.৪৭			০		০			
		১০২১	২০৪৮৫.২	৯১.০৭		১	০	৩	০			
১৮	উন্নয়ন সহায়তা	১১	২০১৪.৮৪	৮.৯৩		১	৮.৪৪	৩	৮.৪	১৬.৮৪		
মোট		১০৩২	২২৫০০	১০০		২	৮.৪৪	৩	৮.৪	১৬.৮৪	০.০৪	০.১

এদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সরকারি উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ কত হওয়া উচিত?

এদেশে প্রতিবন্ধী মানুষকে সাংবিধানিক নির্দেশের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনায় আনতে হলে তাদের জন্য সরকারি উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ কত দেয়া উচিত? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর আছে বলে আমার জানা নেই। হিসেবটি জটিল– তবে ইচ্ছে থাকলে হিসেব কষা সম্ভব। এ হিসেবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুয়ায়ী সহায়ক উপকরণ ব্যয়, প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুয়ায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা-স্বাস্থ্য ব্যয়, প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহায়ক ব্যয়, প্রতিবন্ধীতা রোধ সংক্রান্ত (অর্থাৎ এখন থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ২ কোটি ২৫ লাখ মানুষকে প্রতিবন্ধী হওয়া থেকে রক্ষা সংশ্লিষ্ট) ব্যয়, এবং অবশ্যই ১ কোটি ২৫ লাখ প্রতিবন্ধী যারা দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আগত তাদের জন্য খাদ্য অনুদান সংশ্লিষ্ট ব্যয় (শেষোক্ত ব্যয়টি দুর্ভিক্ষের বাজারে করতেই হবে)।

এদেশে প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য **সহায়ক উপকরণ** বাবদ সরকারি উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ কমপেক্ষে কত টাকা হওয়া উচিত? এ হিসেবটি কষার চেষ্টা করা হয়েছে (দেখুন সারণি ৫)। সহায়ক উপকরণ হিসেবে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ধরণভেদে প্রয়োজন হুইল চেয়ার, ক্রাচ, কৃত্রিম পা; দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজন সাদা ছড়ি ও চশমা; এবং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজন শ্রবণযন্ত্র। বিভিন্ন তথ্য-উৎস এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এসব সহায়ক-উপকরণের বর্তমান মোট চাহিদা নিরূপণের চেষ্টা করেছি (অর্থাৎ একই সাথে জানার চেষ্টা করেছি ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধীর কতজনের ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কোনো সহায়ক উপকরণ আছে)। আমার হিসেবে ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৪১ লাখ প্রতিবন্ধীর সহায়ক-উপকরণ প্রয়োজন, যার মধ্যে আছে ১০ লাখ ১৩ হাজার হুইল চেয়ার, ৯ লাখ ৯০ হাজার ক্রাচ, ৬ লাখ ৬০ হাজার কৃত্রিম পা, ৩ লাখ ৭৪ হাজার সাদা ছড়ি, ৪ লাখ ৮৬ হাজার চশমা, এবং ৫ লাখ ৮৭ হাজার শ্রবণযন্ত্র। **বর্তমান বাজার মূল্যে ৪১ লাখ প্রতিবন্ধীর উল্লিখিত সহায়ক উপকরণ চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন মোট ২,৯৬৩ কোটি টাকা** (সারণি ৫ দেখুন)। অথচ প্রতিবন্ধীদের জন্য চলতি বছরের (২০০৭-০৮ অর্থবছর) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। অন্যভাবে বলা যায় যে শুধুমাত্র সহায়ক-উপকরণ চাহিদার নিরিখে সরকারের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ প্রতিবন্ধীদের চাহিদার মাত্র ০.৫৭ শতাংশ পূরণ করে। অর্থাৎ **শুধুমাত্র সহায়ক-উপকরণ চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীদের প্রতি সরকারের "অশ্রদ্ধা মাত্রা" প্রায় ১০০ ভাগ (সঠিক হিসেব হলো ১০০-০.৫৭=৯৯.৪৩ ভাগ)!**

সারণি ৫: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সহায়ক উপকরণ বাবদ সরকারি উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ কমপক্ষে কত হওয়া উচিত

সহায়ক উপকরণ: প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী	মোট চাহিদা (প্রয়োজন) (লাখ)	একক মূল্য (টাকায়)	মোট চাহিদা (প্রয়োজন) (কোটি টাকা)
হুইল চেয়ার (শারীরিক প্রতিবন্ধীর জন্য)	১০.১৩	৫,০০০	৫০৬.৫
ক্রাচ (শারীরিক প্রতিবন্ধীর জন্য)	৯.৯০	১,০০০	৯৯.০
কৃত্তিম পা (শারীরিক প্রতিবন্ধীর জন্য)	৬.৬০	৪,০০০	২৬৪.০
সাদা ছড়ি (দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য)	৩.৭৪	৫০০	১৮৭.০
চশমা (দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য)	৪.৮৬	৩০০	১৪৫.৮
শ্রবণ যন্ত্র (বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য)	৫.৮৭	৩,০০০	১৭৬১.০
মোট	৪১.১		২৯৬৩.৩

তাহলে প্রশ্ন– প্রতিবন্ধী-বান্ধব সরকারি উন্নয়ন ব্যয় কত হওয়া উচিত? কত হওয়া সম্ভব? হিসেবটি আগেই বলেছি জটিল– পদ্ধতিতাত্বিক দিক থেকে এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে। **আমার হিসেবে এদেশে ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করলে বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ হওয়া উচিত আনুমানিক ১৩,৭৪৩ কোটি টাকা**। এ হিসেবের অন্তর্ভুক্ত সহায়ক উপকরণ বাবদ ২,৯৬৩ কোটি টাকা, চিকিৎসা-স্বাস্থ্য ব্যয় ১,৩৬৮ কোটি টাকা, কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট ব্যয় ২,৫০০ কোটি টাকা, খাদ্য অনুদান (দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্তের জন্য) ৪,৫৬২ কোটি টাকা এবং প্রতিবন্ধীতা রোধ সহায়ক ব্যয় ২,৩৫০ কোটি টাকা। এ দেশের সরকারি উন্নয়ন বাজেট সম্পর্কে সম্যক জানেন এমন প্রায় সবাই হয়তো বা বলবেন– এ এক অসম্ভব হিসেব অথবা অসম্ভব প্রস্তাবনা। কারণ প্রতিবন্ধীদের জন্য আমার হিসেবকৃত ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ বর্তমান মোট উন্নয়ন বাজেটের ৬১ শতাংশ।

সারণি ৬: বাংলাদেশের ১.৫ কোটি প্রতিবন্ধীর জন্য বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দ কত হওয়া উচিত

প্রধান ব্যয় খাত	আনুমানিক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১. সহায়ক উপকরণ	২,৯৬৩
২. চিকিৎসা-স্বাস্থ্য	১,৩৬৮
৩. কর্মসংস্থান (সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ)	২,৫০০
৪. খাদ্য (দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্তের জন্য অনুদান)	৪,৫৬২
৫. প্রতিবন্ধীতা রোধ-সংশ্লিষ্ট	২,৩৫০
মোট	১৩,৭৪৩

আমার প্রস্তাব, যেহেতু আমরা এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশকে বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এবং যেহেতু আমাদের সংবিধান প্রতিবন্ধী-বান্ধব সেহেতু প্রতিবন্ধীদের জন্য আমার হিসেবে অন্ততঃ ১০ শতাংশ অর্থাৎ বছরে ১,৩৭৪ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ ব্যবস্থা করা হোক। সেই সাথে প্রতিবন্ধী-সহায়ক যত ধরনের বাস্তবমুখী কর্মসূচি নেয়া সম্ভব তা রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হোক– যেমন এ দেশের ২ কোটি বিঘা খাস জমি-জলা বিতরণে প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেয়া হোক। এসবই সম্ভব যদি নেতৃত্ব প্রতিবন্ধী-বান্ধব হয়!